দৈনিক ইনকিলাব

FEB 15 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১৮

খুলনা ভার্সিটির সমাবর্তনে আওয়ামী নেতাদের চেয়ার দখল : 'শেম শেম' ধ্বনি

মুনীর উদ্দীন আহমদ ।। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন উপলক্ষে খুলনা সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ও অনুষ্ঠানের জন্য যাওয়া গাড়ী হরতালের আওতার বাইরে রাখলেও দুই-তৃতীয়াংশ আমন্ত্রিত অতিথি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার সার্কিট হাউস ময়দানে নামে। সেখান থেকে তার গাড়ীর বহর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ঘন্টা দেরীতে গেছে নির্ধারিত সময়ের পরে সকাল ১০টায়। ১০-৩০ মিনিটে কনভোকেশন অনুষ্ঠান শুরু হয়। যদিও তা হওয়ার কথা ছিল ৯-৫০ মিনিটে। প্রেসিডেন্ট যখন তার ভাষণে বলছিলেন, জাতীয় দৈনিকসমূহে দেখা গেল একজন সিনিয়র শিক্ষক ভিসির কক্ষে তালা লাগাচ্ছেন। সেই সময় তার এক সিট পরেই বসা ছিলেন সেই শিক্ষক ডঃ আব্দুর রহমান বিমর্ষচিত্তে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের এই সময় আমন্ত্রিত অতিথি ও সমাবর্তনে যোগ দেয়া গ্রাজুয়েটরা জোরে উল্লাস করে ওঠেন। সেই সময় ভিসিসহ অন্যান্য ডীন ও শিক্ষকরা মাথা নিচু করে থাকেন।

মঞ্চের সামনের প্রথম সারি সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক দলের সভাপতিদের জন্য নির্ধারিত থাকলেও সেখানে বসেন আওয়ামী সমর্থক বলে পরিচিত বিতর্কিত সাবেক পুলিশ সুপার আতাউল গনি বাদশা ও বীমা কোম্পানীর শেখ সহিদ। দ্বিতীয় সারি নির্ধারিত ছিল বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ও ডিআইপিদের জন্য। কিন্তু সেই সারিতে বসে থাকতে দেখা যায় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাদের। অনেক ডিআইপি পেছনের সারিতে বসতে বাধ্য হন। শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণের শেষে গ্রাজুয়েটদের কেউ কেউ বলে ওঠেন, আর কত মিথ্যা চলবে। ঘোষণায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার আঃ রাজ্জাক সর্দারকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য বলা হয়, গ্রাজুয়েটরা তখন প্রায় সবাই শেম শেম ধ্বনি দিয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট তখন হাত তুলে তাদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান। ট্রেজারারের ভাষণ তাড়াহুড়া করে শেষ করলে পর গ্রাজুয়েটরা আবার শ্লেষাত্মক ধ্বনি দিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড গরমে ঘেরা প্যান্ডেলের মধ্যে অনেকে ডিআইপি আমন্ত্রিত অতিথির চেষ্টা পেলে বলা হয়, এসএসএফ নিরাপত্তার কারণে কোন পানির বোতল ভেতর আনার অনুমতি দেয়নি। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নূরুল হক সাংবাদিকদের গাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমানকে দুজন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল ও বাবু পঞ্চানন বিশ্বাসের মাঝে বসানো হয়। তারা কুশল বিনিময় করেন। জাতীয় পার্টির নেতা সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট মোমিন উদ্দিনকে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হারুনর রশিদের সাথে খোশগল্প করতে দেখা যায়। সিন্ডিকেট মেম্বারদের জন্য রক্ষিত একটি আসনে ইটিভির স্থানীয় সংবাদদাতাকে বসে থাকতে দেখা যায়। সমাবর্তনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য শেখ আবুল হোসেন, জামায়াতের আমীর মিয়া গোলাম পরওয়ার ও বিএনপি'র নূরুল ইসলাম দাদু।